

অভিভাবকদের প্রতি সিবেদ্য

প্রিয় অভিভাবক, আমাদের আদরের সন্তানদের সুস্থ ও সুন্দরভাবে গড়ে তোলা আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আমানত। বর্তমান ডিজিটাল যুগে শিশুরা অধিকাংশ সময় স্মার্টফোন বা গেইমসের মাঝে বঁদে হয়ে থাকছে, যা তাদের কোমল শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। অথচ এই অঙ্কগুলোই মহান আল্লাহর দেওয়া অনেক বড় নিয়ামত। কিন্তু আমাদের ছোট সোনামণিরা কি জানে, তাদের অবহেলার কারণে তাদের চোখ, কান বা জিহ্বা কতটা ব্যথিত হয়?

সন্তানদের শরীরের প্রতি যত্নশীল এবং দায়িত্ববান করে তুলতে ওয়াফি পাবলিকেশন নিয়ে এলো একদমই ব্যতিক্রমী একটি সিরিজ— দেহ যদি কথা বলে। ছোটবেলা থেকেই যেন শিশুরা বুঝতে পারে তাদের প্রতিটি অঙ্গ আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত এবং কিয়ামতের দিন এরাই তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে। সিরিজের প্রথম খণ্ড "চোখের কান্না" বইটিতে গল্পের চওড়ো তুলে ধরা হয়েছে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহারের কুফল এবং চোখের সুস্থতার গুরুত্ব।

মোরশেদা কাইয়ুমীর সহজ ও সাবলীল বর্ণনায় বইটি ৮-১২ বছরের শিশুদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করবে। ইনশাআল্লাহ, ধারাবাহিকভাবে আমরা এই সিরিজের পরবর্তী খণ্ডগুলোও আপনার সন্তানদের হাতে তুলে দেবো। এই বইটি আপনার সন্তানের স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং নৈতিক বিকাশে অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

ওয়াফি পাবলিকেশন

আফনান আজ রেগে আছে খুব! রাগের অবশ্য বেশ বড়সড় একটা কারণও আছে তার। আজ শুব্রবার, স্কুল ছুটি। পড়ারও তেমন কোনো চাপ নেই। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকেই তাই সে মোবাইলে তার পছন্দের কার্টুনটা দেখছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। এই তো একটু আগেই শুরু হয়েছিল কার্টুনটার নতুন আরেকটা পর্ব। আর ঠিক তখনই কি না বাগড়া দিতে হলো আন্মুর!

দুম করে ঘরে এসেই একটানে মোবাইলটা নিয়ে চলে গেল। নতুন পর্বটা এবার সে দেখবে কী করে! রাগে, অভিমানে কাঁদতে কাঁদতে চোখ দুটো তার টমেটোর মতো লাল হয়ে গেছে।

আমার
কার্টুন



“ভয় পাচ্ছে কেন? আমি তো তোমার চোখ,
তোমার বন্ধু। তুমি কি জানো, আমি কতো কষ্টে আছি?”

অবাক হয়ে গেল আফনান।

ব্যাপারটা কী? চোখও আবার কথা বলে নাকি? এটা কি কোনো স্বপ্ন নাকি
সত্যি? কিন্তু না, চোখ যেন সত্যিই কথা বলছে!

“আমি তোমার বন্ধু, আফনান! তুমি কি আমাকে বলবে, কেন তুমি আমাকে
এতো কষ্ট দাও?”

“ক-ক-কিন্তু আমি কী করেছি?” ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলো আফনান।
চোখ লম্বা করে একটা দম ফেললো।

ব্যাপার
কী?



“কী করেছে, তুমি জানো না বুঝি? এই যে তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকো। ঘুমানোর সময়ও আমাকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও না! এভাবে করতে করতে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে গেছি, আফনান! তুমি কি জানো, তোমার কারণে আমি শুকিয়ে যাচ্ছি?”

আফনান খুব লজ্জা পেলো। সত্যিই তো, রাতে বালিশের নিচে লুকিয়ে লুকিয়ে সে মোবাইল দেখে। মা-বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে দেখতে হয় অবশ্য। মা দেখলে আর আস্ত রাখবে না। কতো কিছুই না দেখে সে! খেলা, কার্টুন, মজার ভিডিও-একের পর এক কিছু না কিছু দেখতেই থাকে।

কিন্তু চোখ কি আসলেই ক্লান্ত হতে পারে?



আফনানের চোখের খারাপ অবস্থা দেখে পরের দিন মা তাকে একজন চোখের
ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন।

ডাক্তার সাহেব মানুষ ভালো। সবকিছু ভালো করে দেখেটেখে মুখে হাসি টেনে
আফনানকে জিজ্ঞেস করলেন, “আফনান বাবা! তোমার চোখটা খুব ক্লান্ত,
তাই না?”

আফনান মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইলো। ডাক্তার সাহেব এবার একটা
ছবি দেখালেন তাকে।

দেখি
তোমার
চোখ

